ক্রিমিনাল আইনের সংশোধনটি বিরোধ করুন
এখন নয়! এভাবে নয়! আমাদের ছাড়া নয়!

কভিদ ১৯এ পৃথিবীব্যাপী মহামারীর কারণে শুধুমাত্র যে দেশের বেহাল অবস্থা তা নয়, সরকারিভাবে 40 হাজারেরও বেশি মৃত্যু নথিভুক্ত হয়েছে। এইরকম সময় দাঁড়িয়ে, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক দ্বারা ৪ মার্চ, ২০২০ তারিখে, গঠিত হয় পাঁচজন সদস্যের কমিটি, সংবিধানের তিনটি সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ আইন - ইন্ডিয়ান পিনাল কোড, কোড অফ ক্রিমিনাল প্রসিডিউর এবং ইন্ডিয়ান এভিডেন্স অ্যাক্ট- বদলে দেওয়ার জন্য।
যেখানে এই আইন গুলি সংশোধনের প্রথা প্রকাশ্যে সুষ্ঠু এবং স্বচ্ছ ভাবে সবার অংশগ্রহণের কথা মাথায় রেখে করা উচিত ছিল, সেখানে সেটি গোপনে, অসচ্ছ ভাবে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের কথা না ভেবে করা হচ্ছে। এই দেশের নাগরিক হিসাবে সংশোধনের নামে একতরফাভাবে এই আইন গুলি বদলে দেওয়ার প্রচেষ্টা কে বিরোধিতা করা অত্যন্ত জরুরী।

- **ফৌজদারি আইনের সংশোধন করার কমিটিতে প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতেই হবে-** বর্তমান কমিটি গঠিত হয়েছে দিল্লি এবং মুম্বাই থেকে ৫ জন পুরুষকে নিয়ে। এই কমিটিতে কোনো মহিলা, দলিত ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের কেউ, রূপান্তরকামী বা কুইয়ার সম্প্রদায় থেকে কোনো মানুষ, যাযাবর উপজাতি কোন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বা ধার্মিক সংখ্যালঘুদের কোন মানুষ নেই। যাদেরকে আসলে পুলিশের দুর্নীতি, অব্যবস্থা এবং বর্বরতার সম্মুখীন হতে হয় তাদের কোন প্রকার প্রতিনিধিত্ব ছাড়া গঠিত এই কমিটি কিভাবে ফৌজদারি আইন সংশোধন করার দায়িত্বে থাকতে পারে?

- **কভিডের অচিলায় গুরুত্বপূর্ণ আইন বদলে ফেলা যাবে না-** কোভিদ অতিমারীর কারণে দেশব্যাপী লকডাউন এর মাঝখানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক এই প্রজ্ঞাপনটি কেন জারি করল? যে সময়ে দেশে আদালতগুলি প্রায় অচল এবং জনসাধারণের সমাবেশ নিষিদ্ধ, নাগরিকদের এবং আইনজীবীদের উপার্জনের জন্য অভূতপূর্ব সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে, বার এসোসিয়েশন গুলি ঠিকমতো কাজ করছে না এবং জনস্বাস্থ ব্যবস্থার অত্যন্ত বেহাল অবস্থা সেই সময় দাঁড়িয়ে মৌলিক আইন গুলির খুব গুরুত্বপূর্ণ বদল কেন করা হচ্ছে?

- **উপযুক্ত সাবধানতা নিয়ে ফৌজদারি আইন বিবেচনা করার জন্য দরকার পর্যাপ্ত সময় -** যেই তিনটি আইন সংস্কারের দায়িত্ব এই কমিটিকে দেওয়া হয়েছে সেইগুলি ভারতীয় সংবিধানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আইন যা ১৫০ বছরের প্রতিষ্ঠিত আইনশাস্ত্রের উপর ভিত্তি করে রচিত এবং এহেন আইন সংস্কারের জন্য এই কমিটিকে সময় দেওয়া হয়েছে মাত্র **৬ মাস** । শুধুমাত্র বিশ্বব্যাপী এক অতিমারী বলে নয় , যে কোনও পরিস্থিতিতেই এটি অসাধ্য এবং এই সময়সীমা নির্ভরযোগ্য, নির্ভেজাল পরামর্শের জন্য যথেষ্ট সময় নয় । ফলত, কভিড ১৯ এর সময় এমন নির্ধারিত সময়সীমা স্বাভাবিকভাবেই এই চিন্তা উত্থাপন করে, যে এই প্রক্রিয়া কেবমাত্র একটি ছলনা এবং রিপোর্টটির পরিণাম ও ফলাফল ইতিমধ্যে নির্ধারিত।

- **সর্বজনীন আলোচনা হওয়া উচিত ভালো ভাবে প্রচারিত, সর্বব্যাপী ও স্বচ্ছ -** এই কমিটির সর্বজনীন আলোচনা প্রক্রিয়া সর্বজনীন ও নয় আবার পরামর্শমূলকও নয়। শুধুমাত্র দিল্লির কয়েকজন বাছাই করা আইনজীবীকেই আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে এই অনলাইন আলোচনায় অংশগ্রহণ করার জন্য। যদিও যথাযথভাবে বলতে গেলে অন্যান্য 'বিশেষজ্ঞেরা' এই আলোচনায় নিজের ইচ্ছায় ও নিজের উদ্যোগে এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে পারেন, তবে কমিটির তরফ থেকে এই প্রক্রিয়ার ব্যাপারে সর্বসাধারণকে জানানোর ও অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য কোনো প্রকার প্রচেষ্টা দেখা যায়নি। সমস্ত নোটিশ, প্রশ্নপত্র, অংশগ্রহণের নিমন্ত্রণ, শুধুমাত্র ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে! এই কমিটির প্রত্যেকটি উল্লেখ ও উদ্‌ধৃতির সব শর্তাবলী গোপণ রাখা হয়েছে এবং এখনও অবধি প্রকাশ্যে আনা হয়নি। যেইসব প্রশ্নাবলীর ওপর সম্ভাব্য এই সমস্ত আলোচনা হওয়ার কথা, সেইগুলি উত্তর জমা দেওয়ার শেষ তারিখের মাত্র ২৮ দিন আগে প্রকাশিত হচ্ছে এবং শুধুমাত্র অনলাইন রেজিস্ট্রিকরণের পরই এই উত্তর গুলি জমা দেওয়া যাবে।

- **আইনী সংস্কার জোরাল তথ্য ও সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য ভিত্তিক হওয়া উচিত -** কোনো আইনকে সংশোধন করার প্রচেষ্টার পূর্বে একটি কার্যক্রম অনুসরণ করা উচিত। প্রথমত অবস্থানগত কিছু দলিল থাকা উচিত এবং তৎপর সর্বজনীন আলোচনা ও অংশীদারদের নিয়ে ওয়র্কশপ হওয়ার পরই এমন প্রচেষ্টা করা উচিত। অতীতে ল কমিশন এবং অন্যান্য স্বয়ংক্রিয় কমিশন সবসময় উপস্থিত আইনগুলির সংস্কার সুপারিশ করার আগে এমনই ব্যাপক ও বিশদ কার্যক্রম সম্পন্ন করেছেন, তবে এখন সেই প্রক্রিয়া কেন বর্জিত?

অপরাধ ও তার শাস্তি আমাদের সকলকে প্রভাবিত করে,
এতে আমাদের সকলের বক্তব্য থাকা উচিত
তবে শান্তির পরিস্থিতিতে, আতঙ্কের নয়
এই নকল কমিটি প্রত্যাখ্যান করুন-অকৃত্রিম সর্বজনীন পরামর্শ ও আলোচনার দাবী জানান

সিটিজেনস আগেনস্ট দ্য ক্রিমিনাল ল রিফর্ম কমিটি দ্বারা জনস্বার্থে জারি